গোপালপুর স্মৃতি সৌধের ইতিহাস

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শ্যামনগরবাসীর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। সহশ্রাধিক, ছাত্র ,শিক্ষক ,বুদ্ধিজীবি, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ স্বতস্ফুর্ত ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল । মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে জয়ের ঘটনা যেমন অগনিত, তেমনি সম্মুখ সমরে যুদ্ধর ঘটনাও কম নয় । সে রকম একটি সম্মুখ সমরে যুদ্ধর ঘটনা ঘটে শ্যামনগর সদরে গোপালপুর গ্রামে। এখানে মুক্তি পাগল অকুতভয় সাহসী চার মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন । ১৯৭১ সালের ১৯ আগষ্ট বাংলা ১৩৭৮ সালের ২ ভাদ্র দিবাগত রাত্রে রোজ শুক্রবার ভোরে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে উপজেলা সদরে গোপালপুরে সম্মুখ সমরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ হয় । এ যুদ্ধে শহীদ হয় মরহুম মেজর (অবঃ) জলিলের নেতৃত্বে গড়া ৯ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার ইলিয়াস খান, মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ, কালিগঞ্জ থানার বাগমারি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নুরন্নল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (পরে জানা যায় তিনি ছাত্র নয়) মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজ্ঞাত এক মুক্তিযোদ্ধা। এ ছাড়াও ০৪ জন বে-সামরিক ব্যক্তি পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুঞ সমওে এই যুদ্ধে শহীদ হন। যারা ছিলেন অববাস আলী গাজী, নেতাই দাস সহ নাম না জানা ০২ জন কৃষক । এই যুদ্ধে ০৩ জন মুক্তিযোদ্দা আহত হয় তারা হলেন মুক্তিযোদ্ধা জনাব মিজানুর রহমান (কমান্ডার) , কমান্ডার জনাব আব্দুল মজিদ ও জনাব সুবোল দাস।

উপজেলা ভুরন্নলিয়া গ্রামের মৃত নছিমুদ্দীন গাইনের পুত্র মেহেরন্নলস্নাহ গাইন সম্মুখ সমরে যুদ্ধের পরের দিন শুক্রবার স্থানীয় গ্রাম বাসীদের সহযোগিতায় সম্মুখ সমরে রণক্ষেত্রে শহীদ চার মুক্তিযোদ্ধার লাশ এই স্মৃতি সৌধের অনতিদুরে ধান ক্ষেতের পাশে আইলে সমাহিত করেন এবং একজনকে বর্তমান থানার পাশে পুকুরের পুর্ব উত্তর কর্নারে কালিগঞ্জ থানার বাগমারি গ্রামের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নুরন্নল ইসলামের সমাহিত করা হয়। যা আজও সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে শহীদ মুক্তিযোদ্দা জনাব সুবেদার ইলিয়াসের পিতা কুষ্টিয়ার জনাব মোবারক

আলী খান সমত্মানের সন্ধানে শ্যামনগরে আসেন এবং জনাব মেহেরম্নলস্নাহ গাইনের বাড়িতে যান। সেখানে জনাব মেহেরম্নলস্না গাইনের নিকট হতে সব শুনে এবং সমত্মানের কবরের ছবি দেখে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবর পর্যমত্ম আর আসতে পারেননি। শোকে মুহ্যমান হয়ে তিন দিন পওে জনাব মেহেরম্নলস্না গাইনের বাড়িতেই ইমেত্মকাল করেন। জনাব মেহেরম্নল্লা গাইন জনাব মোবারক আলীকে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় পুত্রের কবরের পাশে মরহুমের ইচ্ছা অনুযায়ি সমাহিত করা হয় । ভুরম্নলিয়া গ্রামের জনাব মেহেরম্নলস্নাহ গাইনের নিজ উদ্যোগে এলাকা বাসীর সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে জানুয়ারী মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশে গোপালপুরে সেই রণক্ষেত্রে একটি শহীদ মিনার নির্মান শুরম্ন করেন এবং মে মাসে নির্মান কাজ শেষ করেন। এ স্মৃতি স্থম্ভটি কালক্রমে একবারেই জেলা পরিষদের সড়কের উপরে এসে পড়ায় বিশেষ বিশেষ দিনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। দিনে দিনে সড়কটি প্রশস্থ হওয়ায় এ স্মৃতি সত্মম্ভের সামনে দাড়াবার সুযোগ সুবিধা না থাকায় এবং সত্মম্ভটি বয়সের ভারে ঝুকিপূর্ন হয়ে পড়ে।

সেই ৭২ সাল থেকে ২০১২ সালের জুলাই মাস পর্যমত্ম ২২ ফুট উচ্চতার সেই স্মৃতি স্থম্ভটি দন্ডায়মান ছিল। বর্তমানে জুলাই মাসে শ্যামনগর উপজেলার বর্তমান নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন এর উদ্যেগে ঐ একই স্থানে জাতীয় স্মৃতি সৌধের আদলে একটি নতুন স্মৃতি সৌধ নির্মান কাজ করা হয়েছে। স্মৃতি সৌধটি শ্যামনগর বাসীর প্রানের দাবী ছিল।

নোট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজ্ঞাত (কাল্পনিক) এক মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জনাব মেহেরম্নলস্না গাইন জানান এই ব্যাক্তিটি একজন সুন্দর ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। যার বুক ভরা ছিল কালো লোমে। গায়ে দামি ফৌজি পোশাক ছিল। পকেটে ভারতীয় ১০ টাকার দুটি নোট ছিল। কপালে একটি বুলেট বিদ্ধ ছিল। অন্য কোন আঘাত বা বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়নি মর্মেও জানান।

গোপালপুর স্মৃতি সৌধের ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৯ আগষ্ট বাংলা ১৩৭৮ সালের ২ ভাদ্র দিবাগত রাত্রে রোজ শুক্রবার ভোরে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে শ্যামনগর উপজেলা সদরে গোপালপুর গ্রামে সম্মুখ সমরে অকুদোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ হয় । এ যুদ্ধে শহীদ হয় মরহুম মেজর (অবঃ) জলিলের নেতৃত্বে গড়া ৯ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার ইলিয়াস খান, মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজ্ঞাত এক মুক্তিযোদ্ধা। অত্র উপজেলার ভুরম্নলিয়া গ্রামের মৃত নছিমুদ্দীন গাইনের পুত্র মেহেরম্নলস্নাহ গাইন সম্মুখ সমরে যুদ্ধের পরের দিন শুক্রবার স্থানীয় গ্রাম বাসীদের সহযোগিতায় সম্মুখ সমরে রণক্ষেত্রে শহীদ চার মুক্তিযোদ্ধার লাশ এই স্মৃতি সৌধের অনতিদুরে ধান ক্ষেতের পাশের আইলে সমাহিত করেন যা আজও সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ভুরম্নলিয়া গ্রামের জনাব মেহেরম্নলস্নাহ গাইনের নিজ উদ্যোগে এলাকা বাসীর সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে জানুয়ারী মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশে গোপালপুরে সেই রণক্ষেত্রে একটি শহীদ মিনার নির্মান শুরম্ন করেন এবং মে মাসে নির্মান কাজ শেষ করেন। পরবর্তীতে উক্ত স্মৃতি সৌধটি কালের পরিক্রমায় পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন এর উদ্যেগে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বর্তমানের জাতীয় স্মৃতি সৌধের আদলে অত্র স্মৃতি সৌধটি ২০১২ সালে (সেপ্টম্বর-নভেম্বর) নির্মিত হয়।

শ্যামনগর উপজেলার স্মৃতিসৌধ নির্মানে প্রাপ্ত অনুদান

ক্রমিক নং	নাম ও পিতার নাম ও ঠিকানা	অনুদানের পরিমান	মমন্তব্য
০১	জনাব এইচ এম গোলাম রেজা, এমপি, পিতা-	৮০০০০/=	
০২	জনাব এম খলিলুলস্নাহ ঝড়ু, পিতা-আলহাজ্জ গোলাম খয়বর সাং-সুলতানপুর, শ্যামনগর, সাতÃীরা।	১০০০০০/-	
	জনাব জি এম ওসমান গনি, পিতা- মৃত জি,এম পরান আলী অধ্যÃ, মহসিন কলেজ, শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
	ডাঃ শেখ মাহফুজুল হক, পিতা- মৃত আলহাজ্জ তরাব আলী সাং- নকিপুর , শ্যামনগর, সাতÃীরা	১০০০০/=	
	বেগম মনিরা খাতুন, পিতাু মরহুম আলহাজ্জ মোঃ মহসিন সাং- দাতিনাখালী , শ্যামনগর, সাতÃীরা	১০০০০/=	
	প্রকৌশলী মোঃ আফাজ উদ্দিন, পিতা- মৃত আলহাজ্জ আক্কাস আলী ঢালী সাং-গোবিন্দপুর, শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
	জনাব এস এম আতাউল হক মোঃ দোলন, পিতা- এ,কে ফজলুল হক সাং-গুমানতলী, শ্যামনগর, সাতÃীরা	১০০০০/=	
	জনাব এস এম তানভীর মঈন রঞ্জু, পিতা-আলহাজ্জ এস এম আফজালুল হক, সাং-বাদঘাটা, শ্যামনগর, সাতÃীরা।		
০৩	ডাঃ মো আব্দুল হামিদ, পিতা- মৃত আলহাজ্জ তরাব আলী চেয়ারম্যান, আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতÃীরা	১০০০০/=	
০৮	জনাব জি এম আব্দুল হাকিম, পিতা- মৃত আব্দুল খালেক গাজী সাং, গোবিন্দপুর, শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
১০	মোঃ ছাদেকুর রহমান, পিতা - চেয়ারম্যান, ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
১১	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, পিতা- মৃত আলহাজ্জ আমীর আলী ফকির চেয়ারম্যান, পদ্মপুকুর, শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
১২	জনাব মোঃ মুসুদুল আলম, পিতা-মৃত সোহরাব আলী চেয়ারম্যান, গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদ. শ্যামনগর, সাতÃীরা।	৫০০০/-	
১৩	জনাব মোঃ খাজা নাজিমুদ্দিন, পিতা- মৃত ওমর আলী সরদার সাং-নকিপুর , শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
১৪	জনাব শেখ আব্দুস সবুর বাবলু, পিতা-মৃত শেখ আব্দুর রউফ সাং- বাদঘাটা, শ্যামনগর, সাতÃীরা	৫০০০/=	
১৫	জনাব মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম বকুল, পিতা-মৃত আব্দুল গনি সাং-খানপুর, শ্যামনগর, সাতÃীরা	২০০০ পিকেট	
১৬	জনাব মোঃ আরব আলী, পিতা-মৃত মোঃ তরিপ আলী সাং-সোরা, শ্যামনগর, সাতÃীরা	২০০০ পিকেট	
১৭	আলহাজ্জ শেখ আবু দাউদ, পিতা-মৃত শেখ বসির আহম্মেদ সাং-জয়াখালী, শ্যামনগর, সাতÃীরা	২০০০ পিকেট	
১৮	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, পিতা-মৃত রাশেদ আলী সরদার সাং-প্রতাপনগর, শ্যামনগর, সাতÃীরা	২০০ পিকেট	
১৯	মোসত্মফা ব্রিক্স	২০০০ পিকেট জামান ব্রিক্স	
২০	জনাব এস এম আফজালুল হক, পিতা-মৃত আলহাজ্জ ওমর আলী সরদার	২০০০ ইট	

	সাং-বাদঘাটা, শ্যামনগর,সাতÃীরা।		
২১	জনাব মাষ্টার মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, পিতা- মৃত কোরবান আলী গাজী সাং-নকিপুর, শ্যামনগর, সাতÃীরা	১০০০ পিকেট	
২২	জনাব শেখ মোকসেদ আলী, পিতা- আলহাজ্জ শেখ সোহরাব আলী সাং-ভুরম্নলিয়া, শ্যামনগর, সাতÃীরা	১০০০ পিকেট	